বর্তমান 01/02/2020 450/01/2020

ঘুমোলেন স্বামী

বিএনএ, বারাকপুর: নদীয়ার মদনপুর পূর্বপাড়ায় রবিনসন স্ট্রিটের ছায়া। তিন দিন ধরে স্ত্রীর পচাগলা দেহের পাশেই ঘুমোলেন স্বামী! শুক্রবার সকালে প্রতিবেশীদের সন্দেহ হওয়ায় বিছানা থেকে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। চাকদহ থানার পুলিস মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কল্যাণী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

মৃতার নাম ভারতী চন্দ (৫০)। তাঁর স্বামী বাচ্চু চন্দ। গত ৯ মাস ধরে মদনপুরের পূর্ব পাড়ার দীপিকা গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে ভাড়া থাকছিলেন নিঃসন্তান দম্পতি। মহিলার স্বামী পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। মদনপুর বাজারে একটি জেরক্সের দোকান রয়েছে। বাচ্চু সামান্য মানসিক ভারসাম্যহীন। গত সোমবার শেষ ভারতীদেবীকে বাইরে দেখেন প্রতিবেশীরা। তিন দিন ধরে বাড়ি থেকে বের না হওয়ায় প্রতিবেশীদের সন্দেহ হয়। এদিন সকালে প্রতিবেশীরা বাড়িতে ঢুকে পচা গন্ধ পান। ঘরের মধ্যে বিছানার পাশে খাবার খাচ্ছিলেন মহিলার স্বামী। প্রতিবেশীরা তাঁকে কিছু জানতে চাইলে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলেন। দেখা যায়, বিছানার মধ্যে চাদর ঢাকা অবস্থায় রয়েছেন মহিলা। চাদর তুলতেই মহিলার মৃতদেহ দেখতে পান সকলে। খবর দেওয়া হয় পুলিসে। চাকদহ থানার পুলিস এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে মহিলা লিভার সংক্রান্ত রোগে ভুগছিলেন। অনুমান, দিন তিনেক আগে মৃত্যু হয়েছে মহিলার। স্ত্রীর মৃত্যু হলেও একই বিছানায় ঘুমিয়েছেন স্বামী। খাওয়াদাওয়া থেকে স্বাভাবিক জীবনযাপনে ছিলেন তিনি। তবে বাড়ি থেকে এই ক'দিন খুব একটা বাইরে বের হতে দেখা যায়নি। জেরক্সের দোকানেও তিনি যেতেন না। তাহলে স্ত্রীর মৃত্যু কি টের পাননি স্বামী? পুলিস কর্তারা জানান, সামান্য মানসিক ভারসাম্যহীন স্বামী। হয়তো উনি স্ত্রীর মৃত্যুর কথা জানতেন। তবে মৃতদেহের সঙ্গে শুয়ে থাকাটা অস্বাভাবিক ঠেকছে।

ভিড় জমলেও বই বিক্রির বাজার তেমনভাবে জমে না ওঠার কারণ এখনও মাস মাইনে পাননি অনেকে। ফলে মন চাইলেও কেনার সামর্থ্য হয়ত ছিল না অনেকের। তার উপর এদিন এবং

মনাথার ভাবন-কাহিনী নিয়ে তৈরি হওয়া

ছিল লম্বা ভিড়। সব মিলিয়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে কলকাতা বইমেলা। - *নিজস্ব চিত্র*

স্কুলে ভর্তির পর প্রথম সরস্বতী পুজো

চুঁচুড়ায় মণ্ডপে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু ৫ বছরের শিশুর

বিএনএ, চুঁচুড়া: এবারই প্রথম বিদ্যালয়ে পা রেখেছিল ছোট্ট নীলেশ। আর প্রথম সরস্বতী পুজোতেই মণ্ডপে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারাল সে। বৃহস্পতিবার রাতে চুঁচুড়া পুরসভার কাপাসডাঙার হরিজন বস্তিতে ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া নেমেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতে তখন স্থানীয় ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত পুজোমণ্ডপে চলছে খেলা আর খাওয়াদাওয়া। তখনই প্যান্ডেলের তারের উপরে পড়ে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় পাঁচ বছরের নীলেশ। স্থানীয়রা উদ্ধার করে ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে গেলেও নীলেশ রাজবংশীকে বাঁচানো যায়নি। ওই শিশুটিকে উদ্ধার করতে গিয়ে স্থানীয় এক যুবকও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। যদিও তিনি ভালো আছেন বলে জানা গিয়েছে। চুঁচুড়া থানার পুলিস একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। মৃতের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন পুরসভার কর্তারা।

মৃতের দাদু শিবলাল রাজবংশী বলেন, ওরা সব প্যান্ডেলের কাছেই লুকোচুরি খেলছিল। আমি বাড়ির দাওয়ায় ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম নাতিকে নিয়ে পাড়ার কয়েকজন চলে যাচ্ছে। ওরাই বলল নাতিটা পড়ে গিয়েছে। ওদের সঙ্গেই হাসপাতালে গেলাম। কিন্তু, নাতি ফিরল না। কীভাবে কী হয়ে গেল ভাবতেই পারছি না। স্থানীয় বাসিন্দা সরোজা রাজবংশী বলেন, প্যান্ডেলে বিদ্যুৎ সংযোগ থাকার কারণে দড়ি দিয়ে ঘিরে রাখা ছিল। নীলেশরা কাছেই খেলছিল কিন্তু দড়ির কাছে যায়নি। হুটোপুটি করতে করতে আচমকা ও পড়ে যায়। ব্যারিকেডের কাছে গিয়ে পড়ায় বিদ্যুতের তারের ছোঁয়ায় চলে আসে। খুব ছটফটে সুন্দর বাচ্চা ছিল। এবারই স্থানীয় বিদ্যালয়ে ভরতি হয়েছিল। তাই সরস্বতী পুজোর আনন্দটাও যেন বেশি ছিল। কে জানত এভাবে সব শেষ হয়ে যাবে!

চুঁচুড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান অমিত রায় বলেন, খুবই দুঃখজনক ঘটনা। সরস্বতী পুজোর পড়ুয়ার মৃত্যু আমাদের খুব আহত করেছে। ওখানে সকলেই পুরসভার নানাস্তরের সাফাই কর্মী। আমরা সমবেদনা জানিয়েছি। কিন্তু, যাঁর ক্ষতি হওয়ার তা তো হয়েই গেল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নীলেশের বাবা তারক রাজবংশী পুরসভার চুক্তিভিত্তিক সাফাইকর্মী। তারক ও তাঁর স্ত্রী আশা রাজবংশীর দু'টি ছেলে। বড় ছেলে রীতেশ পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। ছোট নীলেশ এবারই বিদ্যালয়ে ভরতি হয়েছিল। স্থানীয় একটি ক্লাবের উদ্যোগে কাপাসডাঙার হরিজন বস্তির পাশেই সরস্বতী পুজোর প্যান্ডেল করা হয়েছিল।

নীলেশ পুজোর আগে থেকেই দিনরাত ওই চত্বরেই সময়

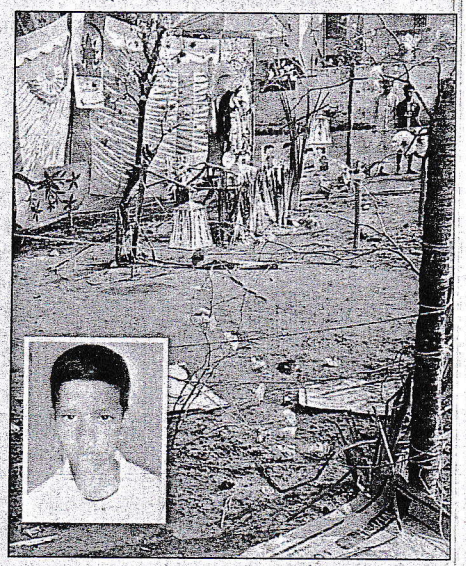

এই মণ্ডপেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় নীলেশ (ইনসেটে)। নিজস্ব চিত্র

কাটাচ্ছিল। গত ক'দিন ধরেই সেখানে ছিল উৎসবের মেজাজ। বৃহস্পতিবার রাতের দুর্ঘটনার পরে শুক্রবার অবশ্য এলাকা খাঁ খাঁ করছে। পাশের হরিজন বস্তিতে সবাই যেন নির্বাক হয়ে গিয়েছেন। অপরিসীম নীরবতার মধ্যে কেবল নীলেশদের ঘর থেকে চাপা কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছিল। প্রতিবেশীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত থেকেই বারবার জ্ঞান হারাচ্ছেন মৃতের মা আশা। বাক্য হারিয়েছেন বাবাও। সরস্বতীর পুজোর মণ্ডপেই পড়ুয়ার প্রাণহানিকে ঘিরে শোক আরও তীব্র হয়েছে।

য়ংক্রিয় যন্ত্র উদ্ভাবন কেন্দ্রীয় সংস্থার

৪ • কলকাতা

াতাবেক কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চালু কে প্রতি মাসে এক থেকে ১০ লক্ষ পুরসভার সামর্থ্য না হলে, রাজ্য দায়ভার নিতে হবে। পরিবেশ দূষণ ত এরকমই কড়া নির্দেশ দিয়েছে ঙটি)।

কে রাজ্যের ঘুম ছুটে গিয়েছে। এই াবে ব্যবস্থাপনা করবে? না করতে জরিমানা দেবে? তবে রাজ্যগুলিকে ছ কেন্দ্রীয় সরকারি গবেষণা সংস্থা ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ- সেন্ট্রাল র্চ ইনস্টিটিউট (সিএসআইআর- বেষণা সংস্থার বিজ্ঞানী অমিত ্যা সমাধানের একটাই রাস্তা সমস্ত

স্বয়ংক্রিয়ভাবেই পৃথক হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে অনায়াসে সেই পৃথকীকৃত জঞ্জালকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুনর্ব্যবহার করা যাবে। অমিতবাবু বলেন, তাঁদের তৈরি করা যন্ত্র নিজে থেকেই ধাতব বস্তু, খাবারের উচ্ছিষ্ট (জৈব বস্তু) এবং অজৈব বস্তুকে (প্লাস্টিক, বিভিন্ন প্যাকেট, কাচের গ্লাস প্রভৃতি) ভাগ করে দিচ্ছে। ফলে, সেগুলি অনায়াসে পুনর্ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট কেন্দ্রতে পাঠানো যাচ্ছে।

সিএমআরআই'র পক্ষে জানানো হয়েছে, 'জিরো ওয়েস্ট' বা জঞ্জালমুক্ত পরিকল্পনা থেকেই তারা এই যন্ত্র তৈরি করেছে। এখানে যে সমস্ত জৈব বর্জ্য মিলবে, তা থেকে অনায়াসে সার বা জৈব গ্যাস প্রস্তুত করা যাবে। একইভাবে যে সমস্ত অজৈব বস্তু পাওয়া যাবে, সেগুলি বিভিন্নভাবে পুনর্ব্যবহার করা সম্ভব। এরপরেও খুব সামান্য জঞ্জাল পড়ে থাকবে যা পৃথকীকরণ সম্ভব নয়, সেগুলিকে ডাম্প সাইটে পাঠানো হবে।

সিএমইআরআই'এর ডিরেক্টর হরিশ হীরানি বলেন, তাঁরা অবশ্য গত দু'বছর ধরে কোনও জঞ্জালই ডাম্প সাইটে পাঠাচ্ছে না। তিনি বলেন, তাঁদের ক্যাম্পাসটি দুর্গাপুরে অবস্থিত। সেখানে যা জঞ্জাল

সংস্থার অধিকর্তা বলেন, কোনও পুরসভা ইচ্ছা করলে, তাঁরা এরকম প্ল্যান্ট সংশ্লিষ্ট পুর এলাকাতেও তৈরি করে দিতে পারে।

তবে এরকম প্ল্যান্ট তৈরি করা যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ। সেক্ষেত্রে আদৌ পুরসভার কী সেই ক্ষমতা রয়েছে? তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই। এবিষয়ে সিএমইআরআই'র দাবি, সর্বাধিক ১০০ টন জঞ্জাল প্রতিদিন ব্যবস্থাপনা করার জন্য যে প্ল্যান্ট তৈরি করা প্রয়োজন, তাতে প্রায় ২৫ কোটি টাকা খরচ হবে। তবে জঞ্জাল পরিমাণ অনুযায়ী প্ল্যান্টের মাপ নির্ধারণ করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৫০০ কেজি প্রত্যেকদিন জঞ্জাল ব্যবস্থাপনা করার উপযুক্ত প্ল্যান্ট তৈরি করতে ৬৫ লক্ষ টাকা খরচ সম্ভব।

এখানেই পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের দাবি, এনজিটি'র নির্দেশ মতো প্রতিমাসে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা দেওয়ার থেকে তো এই প্ল্যান্ট তৈরি করা অনেক ভালো। শুধু তাই নয়, কয়েকটি পুরসভা মিলিতভাবে একটি জায়গায় এই পরিকল্পনা গড়ে তুলতে ব্যয়ভার অনেক কমে যাবে। সিএমইআরআই'এর অধিকর্তা আরও জানান, রাজ্য সরকারের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের সঙ্গে এবিষয়ে

450/a/2020
18/Sme/2020

W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 440 /25/ 8 /2020

Date: 03. 02. 2020

Enclosed is the news clippings appeared in the " Bartaman", a Bengali daily dated 01. 02. 2020, the news item is captioned ' চুঁচুড়ায় মন্ডপে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু ৫ বছরের শিশুর '।

Chairman, WBSEDCL is directed to cause an enquiry into the matter and to furnish a report to the Commission by 31st March, 2020.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

3/2/2020
(Naparajit Mukherjee)
Member

Encl: News Item Dt.01.02.2020

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and upload in the website.

Asstt. Secy.(L & R Wing) / S.O.
is to take immediate action
03.02.20.

SDB

W.B. HUMAN RIGHTS